তানভীর মাহমুদ

কিছু নতুন গেমস

আজকাল কমপিউটার ব্যবহারকারীরা সকলেই কম-বেশি কমপিউটার গেম খেলতে পছন্দ করেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে কমপিউটার গেমসের প্রতি দুর্বলতার মূল কারণ এর গ্রাফিক্স আর সাউন্ড সিস্টেম। এছাড়াও রয়েছে এর কৌশলগত দিক যা একজন কমপিউটার ব্যবহারকারীকে গেম খেলা থেকে বিরত রাখতে পারেনা।

এছাড়া বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন শক্তিশালী থ্রী-ডি গেম কার্ড বিদ্যমান। সাধারণ AGA বা AGP-র থ্রী-ডি এক্সেলেটর থেকেও এগুলো বহুগুণে শক্তিশালী। এসব কার্ডের Refresh rate এবং পিক্সেল ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত উঁচুমানের। বাজারের থ্রী-ডি ইন্টারেক্টিভ গেমগুলো বর্তমানে ছোট-বড় সবাইকেই আকর্ষণ করছে। তাই বলতে দ্বিধা নেই যে, কমপিউটার কেনার এটিও অন্যতম কারণ।

যারা গেমার বা গেমস্ খেলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য প্রায় প্রতিদিন নিত্য নতুন থ্রী-ডি এবং আকর্ষণীয় গেম আসছে। এগুলোর মধ্য থেকে চারটি গেম নিয়ে আলোচনা করা হলো।

নীড ফর স্পীড ফোর (High Stakes)

গেমটিকে আমরা মূলতঃ NFS (Need For Speed) নামে জেনে থাকি। ইলেকট্রনিক আর্টস-এর সবচেয়ে সফল গেমই হচ্ছে NFS সিরিজ। NFS 1 থেকে NSF 4 পর্যন্ত সবগুলো ভার্সনই সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষ করে কার রেসিং গেম বলতে NFS 3 কেই বোঝায়। কারণ এর থ্রী-ডি গ্রাফিক্স এবং সাউন্ড কোয়ালিটি আকর্ষণীয়। গেমটির অভাবনীয় সাফল্যের পর EA নতুন করে আরও বেশি ফিচার নিয়ে তৈরি করলো NFS 4 গেমটি। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে গেমটি সবার ভালো লাগবে।

NFS 4 কার রেসিংয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এর সাথে রয়েছে মন মাতানো থ্রী-ডি গ্রাফিক্স এবং খুব উঁচু মানের সাউন্ড সিস্টেম। গেমটি ভালোভাবে চালানোর জন্য দরকার Voodoo 2/Voodoo3 কিংবা Intel i740 (AGP)-র মতো উঁচুমানের থ্রী-ডি এক্সেলেটর। কিন্তু যাদের এইসব কার্ড নেই, তাদের নিরাশ হবার কিছু নেই। সাধারণ থ্রী-ডি এক্সেলেটরে গ্রাফিক্স পূর্ণমানে না আসলেও মোটামুটি আসবে। কিন্তু সাউন্ড সিস্টেমে কোন সমস্যা হবে না। অর্থাৎ সাউন্ডের উপর থ্রী-ডি কার্ডের উপস্থিতি কোন প্রভাব ফেলেনা।

NFS 4-এ পূর্বের ভার্সন (NFS3) অপেক্ষা বেশ কিছু বাড়তি ফিচার যোগ করা হয়েছে। যেমন এতে BMWM5, Chevrolet Camaro, Ferari F50 এবং Porsche-এর মতো হাই-ফাই গাড়ি রয়েছে যা আপনাকে দেবে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এছাড়া হট পারস্যুটের ক্ষেত্রেও অনেক নতুন পুলিশ কার যুক্ত হয়েছে। এতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো হেলিকপ্টার ব্যাকআপ।

এর নতুন সার্কিটগুলো আগের চেয়েও চ্যালেঞ্জিং এবং আকর্ষণীয়ও বটে। NFS4 সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সরাসরি অন-লাইনে চলে যান www.ea.com-এ।

থীফ (The Dark Project)

গেমটির নাম শুনে অনেকের হয়তো পছন্দ হবে না। আসলে কেইবা চোর হতে চায়। কিন্তু যদি তা হয় রবিন হুডের মতো? হ্যাঁ, গেমটিতে আপনার ভূমিকা অনেকটা সেরকমই। অত্যন্ত চমৎকার থ্রী-ডি গ্রাফিক্স এবং সাউন্ড সিস্টেম সম্বলিত গেমটি আপনার ভালো লাগবে।

গেমটিতে আপনি সাজবেন চোর এবং চুরি করতে হবে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। কখনও বা রাজার রাজপ্রসাদে ঢুকে। কিংবা কখনও অজানা কোন স্থান থেকে যেখানে পাহারা দেয় রাজার প্রহরী কিংবা মমিদের মত ভয়ঙ্কর কিছু। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আপনার যদি ক্রীয়েটিভ লাইভের মতো সাউন্ড কার্ড এবং সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম থাকে তবে বলবো যে গেমটি খেলার সময় আপনার মনে হবে সত্যিই আপনি এখন চুরি করছেন। এছাড়া যদি আপনার কাছে 3DFX কার্ড থাকে তবে তো কথাই নেই। চলে যান 'চোরের' রাজ্যে। EIDOS কর্তৃক তৈরিকৃত গেমটি ইতোমধ্যেই পশ্চিমা বিশ্বে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আর হ্যাঁ, গেমটি খেলার আগে চুরি করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট ৯৯ (WCC 99)

সম্প্রতি শেষ হয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ৯৯। এটাই ছিলো শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপ ক্রিকেট।

ঠিক টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে বিখ্যাত স্পোর্টস গেমস্ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান EA Sports বাজারে ছেড়েছে ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট ৯৯ গেমটি। আমরা বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালীন সময়ে দেখেছি ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবল ৯৯ কিংবা ফিফা ৯৯-এর সাফল্য। ঠিক এভাবেই ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট ৯৯ বাজারে ছাড়ার সময় তা ক্রেতারা লুফে নেয় সাথে সাথেই। গেমটি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ৯৯-এর অফিসিয়াল গেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট ৯৯ এ রয়েছে আকর্ষণীয় কিছু ফিচার যেমন : ডেভিড গাওয়ার এবং রিচি বেনডের মাধ্যমে commentry, highly detailed graphics, বিভিন্ন ক্যামেরার এঙ্গেলস, এবং চমৎকার রেকর্ডস বুকস। গেমটি ব্যাটিং করা বলতে গেলে বেশ কঠিন। যদি আপনি আপনার স্কোর দেখেন 5/9, তবে অবাক হবার কিছু নেই। আবার বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই। গেমটিতে আপনি নিজেই ঠিক করতে পারবেন ম্যাচ কন্ডিশন যেমন— বলের রং, পিচ কেমন হবে, আবহাওয়া কেমন হবে ইত্যাদি।

এরপরও ওয়ার্ল্ডকাপ ৯৯ কিছুটা বেমানান লাগবে এর কিছু অসামাঞ্জস্য ফিচারের কারণে। কারণ গেমটি বাহাতি ব্যাটসম্যান কিংবা বোলার সাপোর্ট করে না। এক্ষেত্রে ক্রিকেট ফ্যানদের মেজাজ কিছুটা হলেও খারাপ হওয়ার কথা। দেখা যায়, শেন ওয়ার্ন বোলিং করছেন বাঁ হাতে, আবার জয়সুরিয়া কিংবা গ্রাহম থর্পের মতো বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান ব্যাট করছেন ডান হাতে। এসব একটা অস্বস্তিকর ব্যাপারও বটে।

এরপরেও বলবো আপনি একজন ক্রিকেট ফ্যান হলে গেমটি যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে আশা করি। আসলে ক্রিকেট খেলাটাই খুব কঠিন। যেমন— ফুটবলে বেশি নিয়ম-কানুন নেই কিন্তু ক্রিকেটে আছে অনেক নিয়মকানুন অনেক রেকর্ডস। বোধ হয়, তাই গেমসগুলো এত আকর্ষণীয় হয় না।

ব্রায়ন লারা ক্রিকেট ৯৯ (BLC 99)

Codemasters-এর তৈরি ব্রায়নলারা ক্রিকেট ৯৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলাকালীন সময় বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু এরা অতটা সাফল্য পায়নি। কারণ ওদিকে EA SpOrts-এর ওয়ার্ল্ডকাপ-৯৯ ছাড়া হয়েছিলো। কিন্তু বেশিরভাগ ক্রিকেট প্রেমীরা দুটোই সংগ্রহ করেছে। BLC 99 WCC 99 থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে কারণ এর গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম অনেক ভাল। আবার এতে প্রকৃত ব্যাটসম্যান ও ফিচার আছে। অর্থাৎ ডানহাতি/বাঁ হাতি সমস্যা নেই। খেলার কমেন্ট্রিতে রয়েছে বিশ্বখ্যাত জেফরি বয়কট।

কিন্তু BLCC 99-এ ওয়ার্ল্ডকাপের প্রকৃত স্কোয়াডগুলোর অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার মাঝে মাঝে বাংলাদেশেরও অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এতে বাংলাদেশ ক্রিকেট প্রেমীরা মন খারাপ করেন। এছাড়া এতে ওয়ার্ল্ডকাপ ৯৯ এর মতো অনেক ভুল কমেন্ট্রিও লক্ষ্য করা যায়।

তবুও আপনি যদি একসাথে দুটো ক্রিকেট গেমই তুলনা করতে চান তবে দেখতে পারেন। কারণ সমস্ত গেমেরই ভাল-মন্দ যাচাইয়ের কাজটি ব্যবহারকারীর উপর নির্ভরশীল। ●

আলোচিত গেমগুলো চালানোর জন্য আপনার প্রয়োজন হবে—

ন্যূনতম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন	মোটামুটি কনফিগারেশন
১. অন্ততঃ ১৬৬ মে.হা. গতির এমএমএক্স পেন্টিয়াম প্রসেসর।	১. ২৬৬ মে.হা. গতির পেন্টিয়াম টু।
২. ৩২-২৬০ মে.বা. হার্ডডিস্ক স্পেস।	২. একই।
৩. 4 মে.বা. VGA।	৩. থ্রী-ডি গ্রাফিক্স এক্সেলেটর যা Glide ও Direct থ্রী-ডি দুটোই সাপোর্ট করে (এক্ষেত্রে একটি AGP ও Voodoo2/3 ভালো কাজ করবে)।
৪. উইন্ডোজ ৯৫/৯৮/২০০০ অপারেটিং সিস্টেম।	৪. একই।